স্বাধীন গণমাধ্যম জনস্বার্থের উন্নয়ন ঘটায়, আমেরিকান সংবাদকর্মী

ক্যারোলি ওয়াকার
ইউএসইনফো স্টাফ রাইটার

ওয়াশিংটন, ৬ই সেপ্টেম্বর -- ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক সংবাদদাতারই দায়িত্ব হলো আরো বেশি স্বাধীনতার জন্য চাপ সৃষ্টি করা এবং জনস্বার্থের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর পক্ষে কথা বলা। এ কথাগুলোই বললেন সাংবাদিক এলিজাবেথ ও. কোল্টন।

গত ৫ই সেপ্টেম্বর ইউএসইনফো ওয়েবচ্যাটের সময় কোল্টন বলেন, সারা দুনিয়ার সাংবাদিকদের প্রতিদিন কাজ করতে হবে স্বাধীন হওয়ার জন্য, ন্যায়নিষ্ঠ হওয়ার জন্য। তিনি বলেন, "সব দেশে সকল সাংবাদিকের জন্যই এটা একটা জীবনভর সংগ্রাম।"

কোল্টনের মতে, সম্পাদক, সংবাদদাতা এবং মিডিয়ার মালিকদের উচিত স্বাধীনতা ও দায়িত্ববোধকে উৎসাহিত করা।

কোল্টন বলেন, সব সমাজে, সব দেশে নানাভাবে সাংবাদিকতা একটি চ্যালেঞ্জিং পেশা। যেসব উন্নয়নশীল দেশগুলোতে স্বাধীন সংবাদপত্রের ঐতিহ্য নেই, সেখানে সব মিডিয়ায় পেশাদারিত্ব উৎসাহিত করতে বস্তুনিষ্ঠ, সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ রিপোর্টিংয়ের চর্চা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভুল হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের পূর্বেই কখনো কখনো সংবাদদাতাদের বিশাল দায়িত্ব প্রদান করা হয়। অভিজ্ঞ পেশাদার সাংবাদিকদের দায়িত্ব এসব আদর্শ ও সাংবাদিকতায় নৈতিকতা বিষয়ে নবাগতদের শিক্ষা দেওয়া।

সাংবাদিকদের অবশ্যই দেখাতে হবে যে তারা দায়িত্বশীল এবং বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভুল সংবাদ প্রদান করতে পারে, কারণ এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেও, যেখানে বাক স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংবিধানে প্রথম সংশোধনী আনা হয়, কিছু লোক আছে যারা সব সময়ই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সীমিত করার জন্য তৎপর।

কোল্টন বলেন, সংবাদদাতাদের উচিত সব আঙ্গিক থেকে সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য আগ্রহ থাকা এবং সংবাদ সংগ্রহের জন্য সামনের সারিতে কাজ করা। উদাহরণস্বরূপ, "এমবেডেড" (Embedded) সাংবাদিকরা অভিনব দৃষ্টিভঙ্গিতে সংবাদ প্রদান করতে পারে, যা পাঠক ও দর্শকদের জন্য মূল্যবান হতে

পারে। যেসব সংবাদদাতা সশস্ত্র সংঘাতের সময় সামরিক বাহিনীর সাথে সংযুক্ত হয়ে সংবাদ প্রেরণ করে তাদেরকে "এমবেডেড" সাংবাদিক বলে।

এককভাবে এবং এমবেডেড হয়ে যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করার অভিজ্ঞতা কোল্টনের আছে। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে সামরিক বাহিনীর সাথে এমবেডেড সাংবাদিকদের সাহায্য করেন।

কোল্টন বলেন, "যুদ্ধ ও শান্তি -- সব পরিস্থিতিতেই সংবাদকর্মীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো যতটা সম্ভব ব্যাপকভাবে সংবাদ সংগ্রহ করা এবং তাদের সংবাদ সংস্থারও উচিত যতটা বিস্তৃতভাবে ও গভীরভাবে সম্ভব সেগুলো প্রচার করা।"

কোল্টন বলেন, যেহেতু ইন্টারনেট সংবাদের গতি ও সংবাদ পাওয়ার সুযোগ বাড়িয়ে দিয়েছে, সেহেতু সংবাদদাতাদের উচিত বারবার পরীক্ষা করে সংবাদের তথ্য যাচাই করা এবং প্রকাশ করার আগে বিভিন্ন উৎস থেকে সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।

এর ফলে হয়তো সংবাদদাতার প্রমাণ যাচাই ও তদন্তে সময় লাগার কারণে কোনো একটি খবর কয়েকদিন বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সপ্তাহ বা মাস ধরে প্রকাশিত হবে না। এটা হয়তো সংবাদকর্মী বা সংবাদ সংস্থার জন্য হতাশাজনক হতে পারে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ উৎসযুক্ত, নির্ভুল খবর পাঠক ও দর্শকদের দেখাবে যে সংবাদ সংস্থাটি দায়িত্বশীল ও বিশ্বাসযোগ্য -- যার খবর দেখা যেতে পারে, পড়া যেতে পারে বা শোনা যেতে পারে।

তিনি বলেন, সংবাদদাতাদেরকে স্থানীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বিষয়ে রিপোর্ট করা এবং এসব সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ লাভের জন্য উৎসাহিত করা দরকার।

কোল্টন বলেন, স্থানীয় অনেক সমস্যা সমাধান শুরু করার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো এসব বিষয়গুলো ব্যাপকভাবে প্রচার করা এবং প্রচার অব্যাহত রাখা। তিনি বলেন, "সুশীল সমাজ হিসেবে তাহলে মানুষ এই সমস্যাগুলোকে মোকাবেলা করবে।"

এবিসি নিউজের বৈদেশিক প্রযোজক হিসেবে এমি অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী কোল্টন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট উভয় মাধ্যমেই কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে অবস্থিত আমেরিকান দুতাবাসে প্রেস অ্যাটাশে হিসেবে কাজ করছেন। ইরাকের রাজধানী বাগদাদে অবস্থিত আমেরিকান দুতাবাসেও তিনি প্রেস অ্যাটাশে হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়া তিনি সুদানের খার্তুমে ও আলজেরিয়ার আলজিয়ার্সে আমেরিকান দুতাবাসে পাবলিক অ্যাফেয়ার্স অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ইউএসইনফোর ওয়েবচ্যাট স্টেশনে

(http://usinfo.state.gov/usinfo/Products/Webchats.html) পূর্ব ও পরবর্তী ওয়েবচ্যাটে কোল্টনের এ সকল আলোচনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে নিচের ঠিকানায়:

(http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-english&y=2007&m=September&x=20070905162635eaifas0.2947046)।

==========

*(*ইউএসইনফো যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের ব্যুরো অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম্স-এর একটি প্রকাশনা। এর ওয়েব সাইট ঠিকানা: http://usinfo.state.gov*)

জিআর/ ২০০৭

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website: dhaka.usembassy.gov এ) যোগাযোগ করুন।*